Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমা আক্তার

রোলঃ 216021758

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমা আক্তার

রোলঃ 216021758

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমা আক্তার, আইডিঃ 216021758 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Suma Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

সুমা আক্তার

আইডিঃ 216021758

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

রিয়া কি 6

রিয়া কাকে বলে...6

রিয়ার প্রকারভেদ 6

রিয়ার কুফল 10

যেসব কারণে মানুষ রিয়া বা লৌকিকতা করে 11

যেসব কাজ মনে হলেও রিয়া বা লৌকিকতা নয়...11

আমাদের প্রতিটি কাজ হোক একমাত্র আল্লাহর জন্য 12

ইবাদত করছি নাকি রিয়া করছি? 21

লোক দেখানো ইবাদত আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা 26

লোক দেখানো ইবাদত নিন্দনীয় যে কারণে:...27

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ লোক-দেখানো ইবাদত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। 27

রিয়া থেকে মুক্তির উপায়:...28

ইখলাস অবলম্বন 29

মুখলিস ব্যক্তি 30

সালাফদের রিয়া থেকে বেঁচে থাকার নমুনা...31

রিয়া থেকে বাঁচার দোয়া..35

উপসংহার 36

ভূমিকা

আখিরাত (آخرة) শব্দটি এসেছে আখির (آخر) শব্দ থেকে। যার অর্থ শেষ, সমাপ্তি, পরবর্তী ইত্যাদি। আখিরাত শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে পরকাল। মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে। আখিরাত বা পরকালের জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং অতঃপর ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। আখিরাত ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখিরাতেও বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ, তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহর প্রতি, তার রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।"[কুরআন ৪:১৩৬]।

আখিরাতের পথে উন্নীত হওয়ার জন্য মুমিনদেরকে জীবনে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে 'রিয়া' অন্যতম একটি বাধা। অন্তরের যেসব রোগের জন্য মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় পড়ে তন্মধ্যে "রিয়া" অন্তরের একটি রোগ।

রিয়া কি

‘রিয়া’ অর্থ লোক দেখানো ইবাদত।

রিয়া কাকে বলে

রিয়া (الرياء) অর্থ প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনেচ্ছা। আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

রিয়ার প্রকারভেদ

রিয়া বা লোক দেখানো ‘ইবাদাত তিন প্রকার। যথা:-

(১) কোন নেক কাজ (‘ইবাদাত) মূলত: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র গায়রুল্লাহ্‌কে (আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে) দেখানোর উদ্দেশ্যে বা মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে করা, এবং বাহ্যিকভাবে লোকজন যেন তার কাজটা দেখে আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত বলেই মনে করে, এমন মনোভাব পোষণ করা।

যদিও এতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমান করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তথাপি এ জাতীয় ‘ইবাদাত হলো শিরকের (শিরকে আসগারের) অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের ‘ইবাদাত আল্লাহ্‌র নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মু’মিন ব্যক্তি এরূপ ‘ইবাদাত করতে পারে না।

আর যদি ‘ইবাদাতে গায়রুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌র একক প্রাপ্য ও অধিকারে শামিল বা অংশীদার করা উদ্দেশ্য হয়, কিংবা মুল কাজটাই যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, তাহলে তা শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে।

হাদীছে ক্বোদছীতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, আল্লাহ সুবহানা তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন:-

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.[১]

অর্থাৎ- আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ প্রয়োজন মুক্ত (আমার সাথে কেউ অংশীদার বা শরীক হোক এ ধরনের কোন প্রয়োজন আমার আদৌ নেই)। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার অংশীদারকে প্রত্যাখ্যান করি।[২]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রিয়া সাধারণত শিরকে আসগার তথা ছোট শির্কের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। তবে মনের ভাব ও নিয়্যাতের ভিত্তিতে কখনো তা শিরকে আকবার অর্থাৎ প্রধান শিরকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

(২) কোন 'ইবাদাত মূলত: একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই শুরু করা, তবে 'ইবাদাত করাকালীন বা চলাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কেউ তা দেখে ফেললে বা অবহিত হয়ে গেলে তাতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হয়ে লোক দেখানোর জন্য 'ইবাদাতকে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করা কিংবা পরবর্তী অংশটুকু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা। এ অবস্থায় 'আমাল বা 'ইবাদাতটি যদি এমন হয় যে, তার এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভরশীল নয় বরং তার প্রতিটি অংশ পৃথক পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহলে সেই 'আমাল বা 'ইবাদাতের যে অংশটুকু রিয়া মিশ্রিত হবে, শুধুমাত্র সে অংশটুকু বাত্বিল হয়ে যাবে, তবে তার সম্পূর্ণ 'আমাল বাত্বিল হবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দু'শত টাকা ফক্বীর-মিছকীনদের দান করতে শুরু করল, ইতোমধ্যে একশত টাকা দান করার পর হঠাৎ করে সে দেখল যে, অনেক লোক তার দিকে চেয়ে আছে, তাকে বাহবা দিচ্ছে এবং তার প্রশংসা করছে, এতে করে তার মনের মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতার ইচ্ছা দেখা

দিল এবং অবশিষ্ট একশত টাকা সে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা আরো বেশি করে তাদের বাহবা ও প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে দান করল। এমতাবস্থায় তার দানকৃত প্রথম একশত টাকা আল্লাহ্‌র নিকট মাক্বূল (গৃহীত) হবে এবং পরবর্তীতে দানকৃত একশত টাকা আল্লাহ্‌র নিকট বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

আর যদি 'আমালটি এরকম না হয় বরং তার প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর বা এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ 'আমালের এক অংশ অপর অংশের সাথে এমনভাবে জড়িত হয়ে থাকে যে, এর প্রতিটি অংশ একটি অপরটি ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তাহলে এর দুই অবস্থা-

(ক) 'আমাল বা 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে শুরু করার পর 'ইবাদাত করাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে যদি লোক দেখানোর (রিয়া'র) ইচ্ছা মনের মধ্যে দেখা দেয় এবং এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি লৌকিকতার এ মনোভাব তার অন্তর থেকে দূর করার এবং 'আমালকে রিয়ামুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখে 'আমাল সম্পন্ন করে, তাহলে তার সেই 'আমাল বা 'ইবাদাত বাত্বিল হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেমন- কোন ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে শুরু করল। এমতাবস্থায় নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতে তার অন্তরে রিয়া'র উদ্রেক হলো। সাথে সাথে সে তার অন্তর থেকে এই কুমন্ত্রণা ও কুমনোভাব দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেয়ে নামায সম্পন্ন করল, তাহলে এই রিয়া তার 'আমালে কোন প্রভাব ফেলবে না এবং আল্লাহ চাহেতো তার এই নামায বাত্বিল হবে না।

(খ) যদি সে ব্যক্তি তার অন্তরের এই কুমন্ত্রণা দূর করার এবং 'আমালকে রিয়ামুক্ত করার চেষ্টা না করে, বরং রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য অন্তরে পোষণ করেই

‘আমাল সম্পন্ন করে থাকে, তাহলে তার এই ‘আমাল সম্পূর্ণ বাত্বিল ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:-

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.[৩]

অর্থ:- যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা পালন করল সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সাদাক্বাহ করল সে শির্ক করল।[৪]

৩। আল্লাহ্‌র জন্যে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে কোন ‘আমাল আরম্ভ ও সম্পন্ন করা। তবে ‘আমাল সম্পন্ন হওয়ার পর অন্তরে রিয়া‘র উদ্ভব হওয়া। যেমন- লোকজনের মুখে এ ‘আমাল সম্পর্কে নিজের প্রশংসা শুনে নীরবে আত্মতৃপ্তি ও গর্ববোধ করা। এ জাতীয় রিয়া, সম্পাদিত সেই ‘আমাল ও ‘ইবাদাতে কোনরূপ প্রভাব ফেলে না এবং এর দ্বারা ‘ইবাদাত বাত্বিল বা বিনষ্ট হয় না। কেননা তা ‘ইবাদাত সম্পন্ন তথা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকাশ পেয়েছে।

১. رواه مسلم

২. সাহীহ্ মুছলিম

৩. رواه أحمد ৪. মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ

রিয়ার কুফল

রিয়া করা শরিয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম। রিয়া মানে হলো- লোক-দেখানো কাজ, আত্মপ্রদর্শন, মুনাফিকী ও ভণ্ডামি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় রিয়া বলে- সুনামের আশায় বা দুর্নামের ভয়ে সৎ আমল ও নেক কাজ করা, যাতে লোক ভালো বলে বা ভালো নজরে থাকা যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রিয়াকারীর জন্য কঠিন শাস্তি রেখেছেন। তাই লৌকিকতা দেখিয়ে নিজেকে শাস্তির জন্য তৈরি না করাই মুমিনের কাজ।

জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য এবং মানুষের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য কোনো আমল করে— আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা মানুষকে শুনিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে রিয়াকারীর শাস্তি দেবেন। [১]

হাদিসে মর্মার্থ হলো- কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে— তাকে অপমান ও অপদস্ত করবেন।

আরেক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি তোমাদের উপর যে জিনিসটিকে বেশি ভয় করি, তা হলো- ছোট শিরক। সাহাবিরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! ছোট শিরক কী? তিনি উত্তর দিলেন, রিয়া। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তাদের আমলের বিনিময় দেবেন, তখন রিয়াকারীকে বলবেন- যাও দুনিয়াতে যাদের তোমরা তোমাদের আমল দেখাতে— দেখ তাদের নিকট কোনো সাওয়াব পাও কিনা?' [২]

কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ِمَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِه

‘‘দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে নেকড়েদুটি মেশপালের যে ক্ষতি করে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দীনের তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে।’’

[১] বুখারি, হাদিস : ২/৯৬২; মুসলিম, হাদিস : ২/৪১২; তিরমিজি, হাদিস : ২/৬১; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২/৩১০; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৩/৪০; শুয়াবুল ঈমান, হাদিস : ৫/৩৩০)

[২] (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৬৮১)

যেসব কারণে মানুষ রিয়া বা লৌকিকতা করে

ঈবাদাত ও নেক আমল সমূহে আল্লাহ্ তাআলাকে রাজি-খুশির পরিবর্তে দুনিয়ার মানুষের কাছে নিজের বড়ত্ব, যশ-খ্যাতি, ক্ষমতা লাভের বাসনা। সমাজের মধ্যে থাকা অবস্থায় সুন্দর করে ইবাদাত করা, লোকদের সন্তুষ্টি করার জন্য আমল করা ও নির্জনে গাফলতি করা এবং নিজেকে জাহির করার জন্য কাজ করা। বর্তমানে রিয়ার এক এক নতুন ধারার ফিতনার প্রচলন শুরু হয়েছে; যেমন- কোনো ভালো কাজ করে বা দান-সদাকা দিয়ে অথবা নিজে ইবাদাত-বন্দেগি করার বিষয় বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা।

যেসব কাজ মনে হলেও রিয়া বা লৌকিকতা নয়

কেউ না চাইতেই মানুষ তার ভালো কাজের প্রশংসা করে। এটা বরং মুমিনের জন্য আগাম সুসংবাদ। * দাবি-দাওয়া ছাড়াই খ্যাতি অর্জন। যেমন- কোনো আলিম কিংবা দ্বীনি শিক্ষার্থী লোকদের দ্বীন-ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে থাকেন। তাদের কাছে যা দুর্বোধ্য ও জটিল— সেগুলোর সমাধান তারা দিয়ে থাকেন। এভাবে জনগণের মাঝে

কখনো কখনো তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে লৌকিকতা থেকে দূরে থাকার নামে— দ্বীনি কাজ থেকে তারা বিরত থাকা মোটেও সমীচীন হবে না। বরং তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাবেন এবং নিয়ত ঠিক রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

* কেউ কেউ কখনো কোনো উদ্যমী ইবাদতকারীকে দেখে— তার মতো ইবাদতে আগ্রহী হয়ে ওঠা। এটা কোনো লৌকিকতা বা রিয়া নয়। সে তার ইবাদতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করলে— অবশ্যই ছওয়াব পাবে।

* পাপ গোপন রাখা এবং সে সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলা রিয়া নয়। বরং শারয়িভাবে আমরা নিজেদের ও অন্যদের দোষ গোপন রাখতে আদিষ্ট। কিছু লোকের ধারণা— অপরাধ প্রকাশ করা জরুরি; যাতে করে সে মুখলিছ বা খাঁটি মানুষবলে গণ্য হবে। এটি একটি ভুল ধারণা এবং ইবলিসের ধোঁকা। কেননা পাপের কথা বলে বেড়ানো— মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

* একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লা কে রাজি-খুশির জন্য দান-সদাকা, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ, পরোপকার, মানুষকে অর্থ-সম্পদ বা বিভিন্নভাবে সহায়তা করলে— যদি কারও নাম ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে এগুলো রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আমাদের প্রতিটি কাজ হোক একমাত্র আল্লাহর জন্য

কিছুদিন আগে বিমানবন্দর গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, এক আত্মীয় বিদেশ থেকে আসবেন তাকে এগিয়ে আনা। বড় ভালো মানুষ, দ্বীনদার, সাদাসিধা মানুষ। বাড়িতে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন থাকলেও সংসারের দায়ে সুদুর কুয়েতে পাড়ি দিতে হয়েছে। নিজের দুই

ছেলেই ছোট হওয়ায় বাড়িতে আসার সময় আমাকেই বিমানবন্দরে থাকতে বলেছেন, যাতে তার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারি।

যথাসময়ে বিমান অবতরণ করল, সাক্ষাৎ হল, কথা হল, একে অপরের খোঁজ খবর নিলাম। এরই মধ্যে আমাকে হাদিয়াও দিলেন। একটি রুমাল ও একটি আতর, মূল্যবান হাদিয়া। অতপর বাড়ি যাওয়ার ফিকির। তিনি সায়েদাবাদ আসবেন তাই একটি ছোট গাড়ির প্রয়োজন। বেশ কয়েকজন চালকের সাথে কথা বললেন। তাদের যে চাওয়া, তাতে আমরা সম্মত হতে পারলাম না। আর তিনি যেহেতু হালাল উপার্জন করেন এবং রোজগারের পরিমাণও প্রচুর নয়, তাই অন্য দশজন বিদেশ প্রবাসীর মত চোখবুজে অর্থ ব্যয় বা নষ্টও করেন না। অবশেষে একজন চালক আমাদের কথামত রাজী হলেন। চালক বললেন, আসলে এই ভাড়ায় কাউকে নিই না, শুধু আপনারা যেহেতু ‘হুযুর মানুষ’ তাই রাজী হলাম। যাইহোক আমরা গাড়িতে চড়লাম, গাড়ি চলতে শুরু করল।

কুয়েতের খবরাখবর এবং নিজ দেশের খবরাখবর নিয়েই আমাদের কথাবার্তা চলছিল। একপর্যায়ে আমার হাতে রাখা তার দেয়া রুমালটির দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি রুমালটি মাথায় দিয়ে রাখতেন তাহলে সম্ভবত চালক আমাদের থেকে ভাড়া আরো কম নিত।

আরব দেশে আরবী রুমালের সম্মান আলাদা। যারা এ রুমাল পরিধান করেন তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। বিশেষভাবে যদি শ্মশ্রæমণ্ডিত দ্বীনদার হন। অনেক ক্ষেত্রেই অন্যরা তাদেরকে সম্মান করে, অফিস আদালত বাজার-ঘাট গাড়ি ইত্যাদিতে তাদের থেকে অন্যের তুলনায় খয়খরচা কিছুটা কম নেয়ার চেষ্টা করে। সে প্রচলন হিসেবেই তিনি আমাকে এ কথাটি বললেন। তবে কোনো লৌকিকতা নিয়ে নয়, অত্যন্ত সাদাসিধা খোলামনে, নির্লিপ্তভাবে। উত্তরে আমি তাকে কিছু বললাম না। তবে মনে একটি উদ্বেগ

তৈরী হল। এতে ইতিবাচক দিকটিতো স্পষ্ট। দ্বীনের সাধারণ চর্চা থাকায় ওখানকার সাধারণ মানুষের মাঝেও দ্বীনের গুরুত্ব ও দ্বীনদারদের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়টি হল, সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য দ্বীনদারীর সূরত গ্রহণ করলে তো সব বরবাদ।[১]

আমাদের সালাফ এ বিষয়ে কত সংবেদনশীল ছিলেন তা বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

সম্ভবত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর কিতাবুয যুহদ-এ পড়েছি, এক ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে, ধ্যানমগ্ন হয়ে, যেন আল্লাহ তাকে দেখছেন এমন হালত নিয়ে তাওয়াফ করছে। এক লোক তা লক্ষ করল এবং ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করতে থাকল যখন ঐ ব্যক্তির তাওয়াফ শেষ হল তখন এক থলে দিরহাম তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এত সুন্দর তাওয়াফ আপনার। এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া। তাওয়াফের লোকটি থলেটি নিয়ে এমনভাবে ছুড়ে ফেললেন, থলে ছিঁড়ে দিরহামগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং বললেন, আমি কি আমার তাওয়াফ বিক্রি করে দিব?

শামের বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুহায়রীয, যেমন তিনি ইলমের ক্ষেত্রে ছিলেন বিদগ্ধ পন্ডিত তেমনি ছিলেন ইবাদত-বন্দেগীতে। তিনি একদিন এক দোকানে গেলেন কাপড় কিনতে। তখন এক ব্যক্তি দোকানীকে বলল, ভাই! ইনি ইবনে মুহায়রীয, তাঁর সাথে সুন্দরভাবে বেচা-কেনা কর। অর্থাৎ দাম কিছু কমিয়ে ধর। কথাটি শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহায়রীয রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং দ্রুত দোকান ত্যাগ করতে করতে বললেন,

إنما جئنا لنشتري بدراهمنا، ليس بديننا.

‘আমি তো আমার দিরহাম দিয়েই ক্রয় করতে এসেছি, দ্বীন দিয়ে নয়।’ কিতাবুয যুহ্দ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, পৃ. ৩০৯ (২২৪২)

কাকরাইল মসজিদের মাওলানা রবীউল হক দামাত বারাকাতুহুম প্রায় সময় হেদায়েতী বয়ানে উপমা দিয়ে বলেন, ভাই, আমীর সাহেবের দাম দুই টাকা। কীভাবে? আমীর সাহেব কোনো কিছু কিনতে দোকানে যান, জিনিসটার দাম দশ টাকা হলে দোকানদার বলে, আমীর সাহেব সবার কাছে দশ টাকায় বিক্রি করি আপনি দুইটাকা কম দেন। আপনি আট টাকা দিলে হবে।

চিন্তা করলে দেখা যায়, আমরা কতভাবে আমাদের নেক কাজ ও আখেরাতের আমলগুলো দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করি।

ইবাদত-বন্দেগী ঠিকই করছি তবে মন চায় মানুষ তা দেখুক এবং তা প্রচার হোক। তাই লোকচক্ষুর আড়ালের ইবাদত আর জনসমক্ষের ইবাদত এক হয় না। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করি অথবা দ্বীনী কাজ করি, উদ্দেশ্য থাকে, আমি পরিচিত হই প্রসিদ্ধ হই, সবাই আমাকে চিনুক, জানুক। একজনের খামোখা প্রশংসা করছি যা বাস্তবে আমার দিলে নেই, যাতে সে আমাকে তার ভক্ত অনুরক্ত মনে করে আমার প্রতি খুশি থাকে। সময়মত আমার তার প্রয়োজন পড়তে পারে। যাকে বাংলায় চাটুকারিতা বলে।

মোটকথা, চিন্তা করলে এমন অনেক কাজ পাওয়া যাবে, যা দ্বীন ও আখেরাতের বিষয়, কিন্তু উদ্দেশ্য হল দুনিয়া; তথা অর্থ কড়ি, নাম, প্রসিদ্ধি, অন্যের সন্তুষ্টি অথবা অন্য কোনো ধরনের স্বার্থ। আর বলতে গেলে এসবের সর্বনিকৃষ্ট হলো আখেরাতে কাজ দিয়ে মূল্যহীন দুনিয়া কামাই করা।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেন,

إن أقبح الرعية، أن يطلب الدنيا بعمل الآخرة.

এমনিই তো কুরআন হাদীসে শিরক, রিয়া, নাম, প্রসিদ্ধি, লোক দেখানো, দ্বীন দিয়ে দুনিয়া কামাই ইত্যাদির খুবই নিন্দা এসেছে। সেগুলো ভালো কাজ নয় এই ইলম তো সবারই আছে। কিন্তু এ কাজগুলো এমন সূক্ষ্মভাবে আমাদের কাজে-কর্মে ও নিয়তে প্রবেশ করে যে, আমরা বুঝতেই পারি না, আমি অমুকটিতে লিপ্ত। আর বাহ্যতও তা দ্বীনী আমল হওয়াতে এর আড়ালে যে অন্য কিছু থাকতে পারে, আমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ সহজে তা অনুমান করতে পারে না। ফলে কেউ আমাকে শুধরে দিতেও পারে না। তবে একথা তো সকলের কাছে পরিষ্কার যে, এমনটি হলে আখেরাতে এসব কাজের সামান্যতম প্রতিদান পাওয়া যাবে না। সাথে সাথে এসব কাজ করার অর্থ আল্লাহর কাজ দিয়ে অন্যের সন্তুষ্টি চাওয়া, যা শিরকের নামান্তর অথবা আল্লাহর কাজ দিয়ে দুনিয়া কামাই করা যা চরম হীন ও ঘৃণ্য।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ‘আবরার’গণের (নেককার মুমিনদের) বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً، إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً.

(তরজমা) ‘এবং তাঁরা খাবারের চাহিদা সত্তে¡ও তা মিসকীন, ইয়াতীম, বন্দিদের খাওয়ায়। আর বলে, আমরা তো একমাত্র আল্লাহর জন্য খাওয়াই। তোমাদের থেকে না আমরা কোনো বিনিময় চাই, না কৃতজ্ঞতা। সূরা দাহর (৭৬) : ৮,৯

মূলত মুমিনগণ একথা মুখে বলেননি, তাদের অন্তরের আবেগ, অনুধাবন এমনই ছিল। এবং সেভাবেই আল্লাহ তাআলা বিষয়টি তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আসলে তারা তা মুখে বলেননি, তবে আল্লাহ তাআলা বিষয়টি তাদের অন্তর (ও কর্ম) থেকে বুঝেছেন, তাই এ বিষয়ে তাদের প্রশংসা করেছেন, যেন কোনো উৎসাহী উৎসাহ লাভ করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৮/২৮৯)

এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে লক্ষ করা দরকার। আমরা কাউকে কোনো কিছু দিলে বা কোনো উপকার করলে মনে মনে তার প্রতি দাবি রাখি, সে আমার কল্যাণকামী হবে, আমাকে হাদিয়া দিবে, অন্তত পরবর্তীতে আমার উপকার করবে। আমার উপকারের কথা মানুষকে বলবে, কমপক্ষে আমার নিকট স্বীকার করবে ও ছোট হয়ে থাকবে এবং আমাকে সর্বদা ধন্যবাদ দিবে। তাই যদি কখনো সে আমাকে কষ্ট দেয় আমি তখন খোটা দিয়ে বসি। তোমার না আমি এই এই উপকার করেছি?! তেমনিভাবে কোনো লোক আমার উপকার গ্রহণ করে যদি ধন্যবাদ না দেয় তখন আমরা বলতে শুরু করি, এত কিছু করলাম একটু ধন্যবাদও দিল না! কিন্তু ভেবে দেখা দরকার এ আয়াত আমাদেরকে কী বলে?! কুরআন মাজীদে আম্বিয়া কেরামের দাওয়াতের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা যাদের কথাই বলেছেন একটি কথা মোটামুটি সবার ব্যাপারেই উল্লেখ করেছেন। তা হল, তারা প্রত্যেকে স্বগোত্রকে বলেছেন,

يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالا إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ.

আমি (এ আহ্বানের জন্য) তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান আল্লাহ দিবেন। সূরা হূদ (১১) : ২৯

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেন أجر শব্দটি নাকিরা (অনির্দিষ্ট)। অর্থাৎ যে কোনো ধরনের প্রতিদান, ছোট হোক বা বড়। অর্থ হোক বা যশ-খ্যাতি, প্রসিদ্ধি-সম্মান কিংবা যে কোনো ধরনের সেবা বা চাওয়া-পাওয়া। এই ছিল আম্বিয়ায়ে কেরামের ইখলাস ও অন্তরের হালত।

যদিও অনুগ্রহ গ্রহণকারীর কর্তব্য, 'জাযাকাল্লাহু খাইরান' বলা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

প্রখ্যাত সাহাবী আবু মাসউদ রা. এক ব্যক্তির কোনো এক প্রয়োজন নিয়ে শাসকের সাথে কথা বললেন, এবং শাসক তা পূর্ণ করে দিলেন। যখন তিনি ঘরে ফিরলেন, দেখলেন তার জন্য কেউ একটি হাঁস ও একটি মুরগী পাঠিয়েছে। ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা ঐ লোকটির নাম বলল, যার প্রয়োজন নিয়ে তিনি শাসকের কাছে গিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এগুলো বের করে দাও। আমি কি আমার সুপারিশের বিনিময় দুনিয়াতেই নিয়ে নিবো। কিতাবুয যুহদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, পৃ.২৩৫

রবী ইবনে সবীহ্ বলেন, আমরা একদিন হাসান বসরীর নিকট ছিলাম, তিনি আমাদেরকে ওয়াজ করলেন। হঠাৎ এক লোক ওয়াযের প্রভাবে চিৎকার করে উঠল, তখন হাসান বসরী তাকে বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এ চিৎকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী ছিল। কিতাবুয যুহুদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, পৃ.২১৯

সাহাবী আবু উমামা রা. একদিন মসজিদে এসে দেখেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে এবং সেজদায়ে গিয়ে খুব কাঁদছে ও দুআ করছে। তখন আবু উমামা রা. লোকটিকে বললেন, 'তুমি তুমিই (অর্থাৎ তোমার এসব সত্য) এমনটি যদি তুমি ঘরেও করে থাক।' প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

ইবরাহীম ইবনে আদহাম রাহ. বলেন,

لم يصدق الله عز و جل من أحب الشهرة.

যে (নেক কাজ করে) প্রসিদ্ধি কামনা করে সে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী নয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

হযরত লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘হে বৎস! তুমি মানুষদেরকে এমনটি দেখাবে না যে, তুমি (ইবাদাত বন্দেগী করে) আল্লাহকে ভয় করছো, যেন তারা তোমাকে সম্মান করে, অথচ তোমার অন্তর নাফরমান। (প্রাগুক্ত)

আব্দুস সামাদ ইবনে আলী মদীনার গভর্নর থাকাকালীন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে একটি বিষয়ে কথা বলল। তা শুনে তিনি তাকে বললেন, মনে হচ্ছে তুমি রিয়াকারী (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এমনটি বলছ)। তখন লোকটি যমিন থেকে একটি কাঠি বা এ জাতীয় কিছু হাতে নিয়ে বললেন, আমি আমার আমল কাকে দেখাবো? আল্লাহর শপথ আমার নিকট সকল মানুষ এ কাঠি থেকেও তুচ্ছ (অর্থাৎ আল্লাহর তুলনায়)। সিফাতুস সাফওয়াহ ২/৪৩৩

যাইহোক, রিয়া বিষয়টি যেমন বিস্তৃত তেমন সূক্ষ্ম। অনেক ক্ষেত্রে তো আমরা বুঝে শুনে ইচ্ছা করেই এমন করি বা অনেক কিছু আমাদের সমাজের নিয়মেও পরিণত হয়ে গিয়েছে। আবার অনেক সময় আমাদের আমলের মাঝে রিয়া এত সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করে, নিজেরাও ধরতে পারি না। এ থেকে বাঁচার জন্য করণীয় হল, বেশি বেশি

ইখলাসের মুযাকারা করা, প্রত্যেক কাজে নিয়তের মুহাসাবা করা। আর বিষয়টি বাস্তবেও সুকঠিন।

আল্লাহর কাজ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করা আল্লাহর নিকট শিরক এবং অসহনীয়।

একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের নিকটও তা নিতান্তই অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। এবং এটা অযৌক্তিকও বটে। আমি যাকে উদ্দেশ্য করে কাজটি করছি সে কে? আল্লাহর সামনে সে কতটুকু? মাটির নিচে তার সন্তুষ্টি আমার কী কাজে আসবে?

দ্বীনের ধারক-বাহকগণ বিষয়টি কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইয়াইয়া ইবনে আবী কাছীর বলেন, তোমরা নিয়ত শেখ। কেননা তা আমল থেকেও বেশি কার্যকরি। জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম পৃ. ২৬

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেন, আমি নিয়তকে বিশুদ্ধ করতে যত কঠিন সাধনা করেছি অন্য কোনো কিছুর ক্ষেত্রে এমন সাধনা করিনি। কেননা যতবারই আমি নিয়ত ঠিক করি, নিয়্যত আমার বিপরীতে চলে আসতে চায়। (প্রাগুক্ত)

হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত রাহ. বলেন, নিয়তকে রিয়ামুক্ত ও বিশুদ্ধ করা দীর্ঘ মুজাহাদা ও ইবাদাত-বন্দেগী করা থেকেও অনেক কঠিন। (প্রাগুক্ত)

আল্লাহ তাআলা সকলকে ইখলাস নসীব করুন। রিয়া থেকে হেফাজত করুন। প্রতিটি কাজ যেন একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য করতে পারি সে তাওফিক দান করুন।

[১]: মাওলানা এমদাদুল হক

ইবাদত করছি নাকি রিয়া করছি?

১) নামায শেষ করে উঠে যাওয়ার সময় জানতে পারলাম মেহমান চলে এসেছে। এজন্য মেহমান ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত জায়নামাজে বসে থাকলাম। সম্পুর্ন ইচ্ছাকৃত না হলেও অবচেতন মন চাইছে নামায যে পড়তেছি মেহমান দেখুক!

২) কেউ জিজ্ঞেস করল--

আপনি কি করতেছেন,

উত্তরে বললাম- " আমি নামায পড়ে উঠে নাস্তা করতেছি বা নামায পড়ে উঠে

এখন রান্না করতেছি"!

এখানে শুধু নাস্তা বা রান্না করার কথা বললেই হতো, সাথে -"নামায পড়ে উঠে" কথাটি জুড়ে দিয়ে অতি সুক্ষভাবে নামাযকে প্রচারে নিয়ে আসা হল।

৩) ফজরে যে নামায পড়তে উঠলাম কিন্তু কেউ জানলো না, তাই সেটা মানুষকে জানানোর জন্য দিলাম ফেসবুকে একটা পোস্ট,

লিখলাম : "সবাই নামায পড়তে উঠুন"

আমি জানি আমার এই পোস্টে কারো ঘুম ভাংগবেনা বা কেউ দেখে নামাযে যাবেনা। তাও দিলাম। মোদ্দাকথা নামাযের ব্যাপারটা সবাইকে জানাইতেই হবে।

৪) নফল রোজা রেখে দুপুরে বন্ধুর সাথে চ্যাট করছি, হঠাত আউট অফ টপিক তাকে জিজ্ঞেস করেছি, " ভাত খেয়েছিস কিনা?" অথচ আজীবন তার ভাতের খবর নেয়নি,

সে হ্যা/না উত্তরের সাথে যে "তুই খেয়েছিস ?" এটা জিজ্ঞেস করবে সেটার গ্যারান্টি সূর্য উঠার মতই,

সে সুযোগে, " না দোস্ত রোজা রেখেছি" বলে রোজার প্রচার করে দিলাম।

৫) কুরবানির গরু কিনলাম, অফলাইনের আশেপাশের সবাই দেখলেও অনলাইন বন্ধুদের সামনে তো আর শো আপ করা হলো না।

তাই প্রাইভেসি পাবলিক করে দিয়ে দিলাম পোস্ট, "আলহামদুলিল্লাহ্ Done"

লাইক, লাভের ছড়াছড়িতে বন্যা বয়ে গেছে, অনেকেই দেখি দাম জিজ্ঞেস করল, সেই সুযোগে জিতা - হারার প্রচারটাও হয়ে গেল।

৬) বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সময় মজার ছলেই টেকনিকে বলে দিলাম,

"তুই বেটা কিপটা, কিছুই দান করিস না!"

প্রতিউত্তরে, " তুই কি দান করে উল্টিয়ে ফেলছিস?" এই প্রশ্নটা যে করবে তা জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারি আসার মতই নিশ্চিত আমি।

সাথে সাথেই দিয়ে দিলাম আমার দানের লিস্ট, সম্পূর্ণ ডিটেল সহকারে।

আমার এই দান পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে প্রচারের জন্য আমার স্ত্রী তো আছেন ই।

কি জুশ না?

উপরের প্রত্যেক উদ্দীপক পড়ে কিছু আয়ত্ত করতে পারলেন কি?

এতক্ষণ যে ইবাদত গুলো করলাম সেগুলা কি আল্লাহর জন্য নাকি লোক দেখানো?

কখনো ভেবেছেন? এসব ইবাদত আদৌ কবুল হবে কি?

উপরোক্ত প্রত্যেকটি ইবাদত ই হলো "রিয়া"

রাসুলুল্লাহ (সা.) রিয়াকে ছোট শিরক (আল্লাহর অংশীদার নির্ধারণ) বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিরক নিয়ে যতটা ভয় পাচ্ছি, অন্য কোনো ব্যাপারে এতটা ভীত নই।' তাঁরা (সাহাবি) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ছোট শিরক কী? তিনি বলেন, রিয়া বা প্রদর্শনপ্রিয়তা। আল্লাহ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের প্রতিদান প্রদানের সময় বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে যাদের দেখাতে তাদের কাছে যাও। দেখো তাদের কাছে তোমাদের কোনো প্রতিদান আছে কি না?[১]

পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ লোক-দেখানো ইবাদত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।' [২]

অন্য আয়াতে যারা লোক-দেখানো ইবাদত করে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে, 'ধ্বংস সেসব নামাজির জন্য, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন, যারা প্রদর্শন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া থেকে বিরত থাকে।' [৩]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসের আলোকে ইসলামী জ্ঞানতাপসরা রিয়াকে কবিরা গুনাহ (বড় পাপ) ও হারাম বলেছেন। আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রা.) কবিরা গুনাহের তালিকার প্রথমে রিয়ার আলোচনা করেছেন। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেছেন, 'জেনে রাখো,

নিশ্চয় প্রদর্শনপ্রিয়তা হারাম। প্রদর্শনকারী আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। আয়াত, হাদিস ও পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্য দ্বারা তা প্রমাণিত।’ **[৪]**

বান্দার আমলে রিয়া যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তবে তা যত গৌণই হোক—সে আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি শরিককারীদের শরিক থেকে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোনো আমল করল এবং তাতে আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করল, আমি তাকে ও যাকে সে শরিক করল তাকে প্রত্যাখ্যান করি।’**[৫]**

তবে রিয়া যদি অনিচ্ছায় হয়, বান্দা তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে এবং এ জন্য অনুতপ্ত হয়, তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, এমন ইবাদত আল্লাহর দরবারে প্রত্যাখ্যাত হবে না। ব্যক্তি ইবাদতের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তবে তার প্রতিদান কী হবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ আমাদের রিয়ামুক্ত ইবাদতের তৌফিক দান করুক। আমিন

লেখাঃ রাহাত তাসনিল (আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!)

ফুটনোট :

[১] : (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২২৫২৮)

[২] : (সুরা : কাহাফ, আয়াত : ১১০)

[৩] :(সুরা : মাউন, আয়াত : ৪-৭)

[৪] : (ইহয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৪৮০)

[৫] : (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৫২৮)

লোক দেখানো ইবাদত আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা

ইসলাম 'লোক দেখানো' ইবাদত থেকে দূরে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় যেটাকে বলা হয়- 'রিয়া' বা লৌকিকতা। মহান আল্লাহর কাছে লোক দেখানো ইবাদতের কোনো মূল্য নেই। ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া, কোনো কাজ মহান আলস্নাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।

লোক দেখানো ইবাদত আলস্নাহর সঙ্গে প্রতারণার শামিল। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করে। আর তিনি তাদের সঙ্গে কৌশল অবলম্বনকারী। যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন আলস্যভরে দাঁড়ায় মানুষকে দেখানোর জন্য। তারা আলস্নাহকে অল্পই স্মরণ করে।' (সূরা : নিসা, আয়াত : ১৪২)।

মহান আল্লাহ লোক দেখানো ইবাদতকারীকে তার আমলসহ প্রত্যাখ্যান করেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, মহান আলস্নাহ বলেন, 'আমি অংশীবাদিতা (শিরক) থেকে সব অংশীদারের তুলনায় বেশি মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং তাতে অন্যকে আমার সঙ্গে শরিক করে, আমি তাকে ও তার আমলকে বর্জন করি।' (মুসলিম, হাদিস নম্বর ২৯৮৫)।

লোক দেখানো ইবাদত নিন্দনীয় যে কারণে:

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ লোক-দেখানো ইবাদত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি তার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে। ’ (সুরা : কাহফ, আয়াত : ১১০)

অন্য আয়াতে যারা লোক-দেখানো ইবাদত করে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে, ‘ধ্বংস সেসব নামাজির জন্য, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন, যারা দেখানো জন্য তা (সালাত আদায়) করে আর যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

কিছু কাজ আছে, বাহ্যিকভাবে সেগুলো রিয়া মনে হলেও আসলে সেসব কাজ রিয়া নয়। যেমন:

কেউ কেউ কখনো কোনো ইবাদতকারীকে দেখে তার মতো ইবাদতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটা রিয়া নয়। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জুতা সুন্দর ও পরিপাটি করে পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি।

এটি রিয়া নয়। ঠিক তেমনি পাপ গোপন রাখা এবং সে সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলা রিয়া নয়।

রিয়া থেকে মুক্তির উপায়:

এক. সম্মান, খ্যাতি-প্রীতি ও দেমাগ-ভাব অন্তর থেকে বের করতে হবে।

দুই. রিয়ার চেতনা এসে গেলেও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না বরং নিয়ত ঠিক রেখে কাজ করে যেতে থাকবে, এভাবে আস্তে আস্তে সেটা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং অভ্যাস থেকে ইবাদত ও ইখলাস-নিষ্ঠায় পরিণত হবে।

তিন. যে ইবাদত প্রকাশ্যে করার বিধান, তাতো প্রকাশ্যেই করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ইবাদত প্রকাশ করারও নিয়ত রাখবে না, গোপনে করারও উদ্যোগ নিবে না।

চার. ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

পাঁচ. কোনো কাজে কখনও গাফিলতি না করা। ছয়. মানুষকে সব সময় বড় মনে করে— নিজেকে ছোট মনে করা। সাত. নেক লোক ও হক্কানি আলেম-ওলামাদের সংস্পর্শে থাকা। ইসলামী কিতাবাদি পড়া ও প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ নেওয়া। দশ. নিজের বিবেকের কাছে নিজের কর্মের হিসেব নেওয়া।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের রিয়াসহ সব ধরনের ছোট ও বড় শিরক এবং গুনাহ থেকে মুক্ত রাখুন। ইসলামের আলোয় আমাদের জীবন পরিচালিত করার তাওফিক দান করুন।

ইখলাস অবলম্বন

অন্তরের রোগ "রিয়া" থেকে মুক্ত থাকতে মুমিনদের একমাত্র অবলম্বন হলো"ইখলাস"।

অন্তরের আমলসমূহের প্রথম আমল হল ইখলাস, যা ইবাদতের মগজ ও রুহ এবং আমল কবুল হওয়া বা না হওয়ার মানদণ্ড। আর ইখলাস অন্তরের আমলসমূহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সর্বোচ্চ চূড়া ও আমলসমূহের প্রধান ভিত্তি। আর এটিই হল, সমস্ত নবী ও রাসূলদের দাওয়াতের চাবিকাঠি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥]

"আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে"। [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ ٣﴾ [الزمر: ٣]

“জেনে রাখ, খালেস দ্বীন তো আল্লাহরই”। [সূরা আয-যুমার: ৩]

আর আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের কামনা তিনি যেন আমাদের আমলগুলো কবুল করেন, আমাদের নিয়্যতসমূহে ইখলাস তথা নিষ্ঠা প্রদান করেন এবং আমাদের অন্তরসমূহ সংশোধন করে দেন। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী দো‘আ কবুলকারী।

মুখলিস ব্যক্তি

হীম আত-তায়মী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুখলিস হলো সেই, যে তার খারাপ আমলের ন্যায় নেক আমলগুলোকেও লুকিয়ে রাখে।'

আশ-শাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আলিমদের নীতি ছিলো, তারা কোনো কিছু শিখলেই সে অনুযায়ী আমল করতেন। আর আমল করলে তারা লোকচক্ষুর আড়ালে নিভৃতে করতেন; লোকালয়ে তাদের দেখা মিলত না। লোকালয়ে তাদের দেখা না মিলার কারণে লোকজন তাদের খুঁজে বেড়াত। আর লোকেরা যখন তাদের খুঁজতে শুরু করতো, তখন তারা দ্বীন পালনে ফিতনার ভয়ে গা ঢাকা দিতেন।’’ [তামবীহুল মুখতারিবীন, পৃ: ৭]

“মুখলিস” হওয়ার চেষ্টায় মুমিনগণ “রিয়া” থেকে আল্লাহর রহমতে হেফাজত থাকতে পারে।

সালাফদের রিয়া থেকে বেঁচে থাকার নমুনা

সালাফগণ "রিয়া" থেকে বেঁচে থাকতে গোপনে ইবাদত করতেন।

বর্ণিত আছে, ওমর রা: গভীর রাতে বের হলেন। হযরত তালহা রা: তাকে দেখে ফেললেন। ওমর রা: একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তারপর সেখান থেকে বের হয়ে আরেকটি ঘরে প্রবেশ করলেন। সকালবেলা তালহা সেই ঘরে গেলেন। সেখানে দেখলেন এক অন্ধ অচল বৃদ্ধা। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন; এই লোকটি কি কারণে তোমার ঘরে আসে? মহিলা বলল: লোকটি এত এত দিন ধরে আমাকে দেখাশোনা করছে। আমার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র এনে দেয়। আমার অসুবিধা হলে দূর করে। তখন তালহা রা: বললেন: ধ্বংস তোমার হে তালহা! তুমি ওমরের দোষ – ত্রুটির পিছনে পড়েছো?!

যায়নুল আবিদীন আলী ইবনে হাসান মদীনার একশ পরিবারের লোকদের খরচ বহন করতেন। রাতের বেলা তাদের নিকট খাবার নিয়ে আসতেন। তারা মৃত্যু পর্যন্ত জানত না, কে তাদের নিকট খাবার নিয়ে আসে। মৃত্যুর পর তারা অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, এগুলো যায়নুল আবিদীনের পক্ষ থেকে আসতো। বিধবাদের ঘরে খাদ্য বহনের কারণে তারা তার পিঠে চিহ্ন দেখতে পেল।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি বলেন: যদি কেউ ২০ বছরও নিজ ঘরে কাঁদে, আর তার স্ত্রীও একই ঘরে থাকে, তবুও সে তা জানবে না।

ইবনুল মুবারক রহ: যুদ্ধের সময় তার চেহারায় পর্দা দিতেন, যাতে কে তাকে না চিনে
।

ইমাম আহমাদ রহ: বলেন; আল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ: কে এত সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন শুধু তার গোপন আমলের কারণে।

ইমাম শাফেয়ী রহ: বলেন; আমি কামনা করি, সমস্ত মানুষ এই ইলম শিখুক, কিন্তু তারা তা আমার দিকে সম্পৃক্ত না করুক।

- একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী: এই গোপন করা শুধু ঐ সমস্ত আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেগুলোতে গোপন করা শরীয়তসিদ্ধ। আর তা শুধু নাওয়াফেলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফরজের ক্ষেত্রে নয়। উপরন্তু আলেমগণ এর থেকে ঐ সকল লোকদেরকে পৃথক করেছেন, যাদেরকে মানুষ অনুসরণ করবে। কারণ তার ক্ষেত্রে প্রকাশ করাই ভাল।
- সালিহদের কিছু বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:(أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى ۖاللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه) " তারাই ঐ সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। তাই তুমি তাদের পথেরই অনুসরণ কর।" [সুরা আন'য়াম ৬:৯০]

মুমিনদের কর্তব্য হল, সালিহদের বৈশিষ্ট্যাবলী জানা, তাদের জীবনী অধ্যয়ন করা, তাদের উন্নত চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাদের উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসন্ধান করে তার অনুসরণ করা।

- তাবিয়ীদের শিরোমণি সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ: এর কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য: তিনি বলেন: আমার ত্রিশ বছর এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, মুআয্যিন আযান দেওয়ার সময় আমি মসজিদে উপস্থিত।

তিনি বলেন; চল্লিশ বছর যাবত আমার জামাতে নামায ছুটেনি ।

- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

১. তিনি নির্জনতা ভালবাসতেন। ইমাম আহমাদ বলেন: আমি নির্জনতাকেই আমার অন্তরের জন্য অধিক প্রশান্তিদায়ক মনে করি।

২ , তিনি প্রসিদ্ধিকে অপছন্দ করতেন; মারওয়াযী বলেন: ইমাম আহমাদ আমাকে বললেন: তুমি আব্দুল ওয়াহাবকে বল, যে তুমি অখ্যাত থাক। কারণ আমি প্রসিদ্ধির ফেনায় আক্রান্ত হয়েছি।

৩. তাকে মানুষ সম্মান করুক, তিনি এটা অপছন্দ করতেন না: মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে দেখেছি, তিনি যখন রাস্তায় হাটতেন, তখন কেউ তার পিছু পিছু হাটলে তিনি তা অপছন্দ করতেন।

৪. তার বিনয়; খুরাসানী তাকে বলেন; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে, আপনাকে দেখার তাওফীক দান করেছেন। তিনি বললেন: বস, এটা কি!? আমি কে? আরেক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত: আমি আবু আব্দুল্লাহর চেহারায় চিন্তার রেখা দেখতে পেলাম। আর এর কারণ ছিল এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করে বলেছিল: আল্লাহ আপনাকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

৫. তার রাত্রি জাগরণ: মারওয়াযী বলেন; আমি আবু আব্দুল্লাহকে দেখলাম, তিনি তার নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অর্ধরাত্রির মত জাগরণ করলেন, যা প্রায় সাহরীর সময় পর্যন্ত হয়ে গেল।

৬. মুসলিম ভাইদের জন্য তার দু'আ; আব্দুল্লাহ বলেন: আমি অনেক সময় বাবাকে দেখেছি, বিভিন্ন কওমের জন্য নাম ধরে ধরে দু'আ করতেন। তিনি অনেক বেশি দু'আ করতেন এবং নিচু স্বরে করতেন। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়েও নামায পড়তেন।

৭. তার স্বল্পনিদ্রা : তিনি এশার নামায পড়ার পর উত্তমরূপে কয়েক রাকাত নামায পড়তেন। তারপর বিতর পড়ে হালকা ঘুমাতেন। তারপর আবার দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তার কেরাত হত কোমল ও মৃদু স্বরে। মাঝে মাঝে কিছু অংশ আমি বুঝতাম না।

৮. অধিক রোজাপালন: তিনি নিয়মিত অনেকদিন রোজা রাখার পর কিছুদিন রোজামুক্ত থাকতেন। তিনি সোমবার, বৃহ : বার ও আয়্যামে বীযের রোজা কখনো ছাড়তেন না। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত নিয়মিত রোজা রেখেছেন।

৯. দরীদ্রদের সম্মান করা: মারওয়াযী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইমাম আহমাদের মজলিস অপেক্ষা কোন মজলিসে দরীদ্রদের এত সম্মানের অবস্থায় দেখিনি। তিনি তাদের প্রতি ধাবিত ছিলেন আর দুনিয়াদারদের থেকে বিরাগী ছিলেন।

১০. তার স্বল্পকথন; তিনি যখন আসরের পর ফাতওয়া প্রদানের জন্য স্বীয় মজলিসে বসতেন, তখন কোন প্রশ্ন করার আগে তিনি কথা বলতেন না।

১১. তার উত্তম চরিত্রের কিছু চিত্র; তিনি হিংসাপরায়ণ বা তরিৎপ্রবণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যধিক বিনয়ী, উত্তম চরিত্রবান, সহনশীল, সদা উজ্জলমুখ, নরম, কোমল। কোন কঠোরতা ছিল না তার মাঝে। প্রতিবেশীদের কষ্ট সহ্য করতেন।

১২. আল্লাহর সম্মানের প্রতীকসমূহকে সম্মান করতেন; তিনি আল্লাহর জন্যই ভালবাসতেন, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করতেন। আর যখন কোন দ্বীনি বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটত, তখন তার ক্রোধ হত কঠিন।

রিয়া থেকে বাঁচার দোয়া

রিয়াসহ যেকোনো শিরক থেকে বাঁচার দোয়া-

আবু মুসা বলেন, “একদিন আল্লাহর রাসূল (সা) এক ভাষণে বললেন, ‘হে লোকসকল! শিরককে ভয় করো। কারণ, এটি পিঁপড়ার চুপিসারে চলার চেয়েও গুপ্ত।’ তারা জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কীভাবে এ থেকে বেঁচে থাকব— যদি তা পিঁপড়ার চলার চেয়েও গুপ্ত হয়?’ তিনি বললেন-

আরবি :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত, তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই। (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৭১৬)

উপসংহার

ফার্সী একটি কবিতা আছে-

از ملائك بهره داری واز بهائم نیزهم
بكذر از حظ بهائم كز ملائك بكذری

মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের স্বভাবও আছে, পশুর স্বভাবও আছে। মানুষ যদি পশুর স্বভাবগুলো দূর করতে পারে, এগুলোর ইসলাহ করতে পারে তাহলে সে ফেরেশতাদের থেকেও আগে বেড়ে যায়।

এক বুযুর্গ বলেন,

كر خواهی كه شود دل تو جون آینه
ده جیرز بیرون كن از درون سینه
حرص وأمل وغضب وكذب وغيبة
بخل وحسد وریا ء كبر وكینه

তুমি যদি চাও, তোমার দিলটা আয়নার মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কার হয়ে যাক তাহলে দিলটাকে দশটি রোগ থেকে পরিষ্কার কর। মূল দশটা রোগ আছে এগুলোর চিকিৎসা কর। জানোয়ারের স্বভাবগুলো যদি এক এক করে ইসলাহ করতে পার তাহলে তুমি ফেরেশতাদের থেকেও আগে বেড়ে যাবে।

অন্তরের মূল দশটি রোগের মধ্যে অন্যতম হলো “রিয়া”। আমরা মুমিনগণ যদি আমাদের এই রোগ দূর করতে ইসলাহ করি এবং চেষ্টায় থাকি ইন শা আল্লাহ

আখিরাতের উন্নীত হওয়ার পথে বাধাসমূহের মধ্যে এই বাঁধাকে আমরা অতিক্রম করতে পারবো। আল্লাহ সুবহানা তা'আলা আমাদের তাওফিক দান করুক। আমিন।